সামান্য বৃষ্টিতেই জল থইথই মালদার সাহাপুর এলাকার রাজ্য সড়ক, দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সোমবারের সাত সকালের একটানা ঘণ্টা খানেকের বৃষ্টিতে জলে ডুবল পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর এলাকার শিব মন্দির সংলগ্ন রাজ্য সড়ক। আর তাতেই রীতিমতো দুর্ভোগে পড়তে হয় সাধারণ পথ চলতি মানুষদের। সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মালদা - নালাগোলা রাজ্য সড়কের গুরুত্ব রয়েছে চিরকাল। মূলত, শিব মন্দির সংলগ্ন এই রাজ্য সড়কের আশেপাশে অসংখ্য দোকান, বাজার, হাট সবই রয়েছে। কিন্তু এদিনের প্রায় দুই ঘণ্টার বৃষ্টিতেই সকাল থেকেই গোটা রাস্তায় গোড়ালির ওপর জল জমে যাওয়ায় রীতিমতো দুর্ভোগে পড়তে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। এমনকী বিভিন্ন যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হয়। এই পরিস্থিতির জন্য পূর্ত দপ্তরকে দায়ী করেছে

স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শিবমন্দির বাসস্ট্যান্ড অল্প বৃষ্টি হলেই নিকাশির অভাবে জমে যায়। এর ফলে রাজ্য সড়কের দুই ধারে যাত্রী দাঁড়ানোর কোনো জায়গা থাকে না। সড়কের উপরে জমা জলের মধ্যে দিয়ে যানবহন চলাচল করে এবং নিত্য পথচারী ও গাড়ির চালকরা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এরফলে সাহাপুর বাসস্ট্যান্ড অর্থাৎ শিবমন্দির সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় মানুষের এবং নিত্য যাত্রীদের দুর্ভোগের শেষ নেই। এই এলাকায় দুটি হাইস্কুল, সাহাপুর পঞ্চায়েত অফিস, একটি ব্যাংক রয়েছে। প্রতিদিন অসংখ্য বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করে। এমনকী প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের সদস্য, প্রধান সহ প্রশাসনের বড় আধিকারিকেরাও যাতায়াত করেন। কিন্তু মানুষের সমস্যার দিকে ভ্রুক্ষেপ দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থা সমাধান করা হোক। এ প্রসঙ্গে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাম্পি সাহা দাস বলেন, গুরুত্বপূর্ণ ওই শিব মন্দির সংলগ্ন এলাকার রাজ্য সড়কের জল জমার সমস্যার কথা শুনেছি। রাজ্য সড়কের দুই ধারে বড় হাইড্রেনের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সেটা পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তৈরি করা সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে জেলা প্রশাসন এবং পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে কথা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর দ্রুত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

পদ্মা ভাঙন রোধে সাড়ে ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য সেচ দপ্তর

তারানগর ভাঙনস্থল পরিদর্শনে লালগোলার বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, লালগোলা: লালগোলা ব্লকের তারানগরে পদ্মা ভাঙন রোধে নদী বন্ধন প্রকল্পে সাড়ে সাত কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য সেচ দপ্তর। চলতি অর্থবর্ষের ১৭ এপ্রিল এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজও হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু হবে। তারানগর এলাকায় জনসভা করে একথা জানিয়ে দিলেন লালগোলার তৃণমূল বিধায়ক মহম্মদ আলি। তিনি বলেন, গতবছর আমাদের আবেদনের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী নদী বন্ধন প্রকল্প বাজেটে ঘোষণা করেছিলেন। পদ্মা ভাঙন রোধে ৭.৫২ কোটি টাকার বরাদ্দ শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয় এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। নদী ভাঙন রোধে যে দলের যা ক্ষমতা রয়েছে তা কাজে লাগাতে হবে। জনসভার পর তারানগর ভাঙনস্থলে

পরিদর্শন করেন বিধায়ক মহম্মদ আলি। লালগোলা বিধানসভার অন্তর্গত বিলবোরাকোপরা অঞ্চলের তারানগর গ্রামে পদ্মা নদীর ভাঙন দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামবাসীদের সমস্যার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিবছর বর্ষায় নদীর তীব্র ভাঙনে ঘরবাড়ি, কৃষিজমি ও রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত পদ্মা গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। গত বছর তীব্র ভাঙন দেখা দিয়েছিল। সংবাদমাধ্যমে তোলপাড় হতেই স্থানীয় বিধায়ক ভাঙন প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেন। স্থায়ী সমাধানে রাজ্য সেচ দপ্তর তারানগরে পদ্মা ভাঙন প্রতিরোধে বরাদ্দ করেছে ৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। এই বরাদ্দের খবর পেয়ে এলাকায় খুশির জোয়ার নেমে এসেছে।

লালগোলার বিধায়ক মহম্মদ আলি নিজে পরিদর্শনে যান তারানগরের ভাঙনস্থলে। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনেন এবং জানান যে, বিধানসভায় পদ্মা ভাঙনের বিষয়টি তোলার পর মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এত দ্রুত অর্থ বরাদ্দ সম্ভব হয়েছে। খুব শীঘ্রই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন লালগোলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোতাহার হোসেন, রিপন সহ অন্যান্যরা। স্থানীয় বাসিন্দা নজরুল ইসলাম বলেন, বর্ষায় নদী ভাঙন রোধের কাজ সম্ভব নয়। ভারী বর্ষণ হলে পদ্মার জল ফুলে ফেঁপে উঠবে।

সিপিএমের পতাকা ছিড়ে ফেলার ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সিপিআইএমের দলীয় পতাকা, ব্যানার, ফেস্টুন ছিড়ে ফেলে দেওয়ার পাশাপাশি কাদা দিয়ে দেওয়াল মুছে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে ঘটনার কথা জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। খবর পেয়ে এলাকায় আসেন সিপিএমের নেতৃত্ব। ঘটনাটি আরামবাগের ডোঙল মোড় সংলগ্ন সিপিআইএমের জোনাল পার্টি অফিস এলাকার। ঘটনার কথা জানতে পেরেই এলাকায় ছুটে যায় সিপিআইএমের নেতৃত্বরা। তারা গিয়ে দেখেন, তাদের দলের দলীয় পতাকা, ফেস্টুন এবং দেওয়ালে লেখা দলীয় প্রতীক চিহ্নে কাদা লেপে মুছে দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় সিপিএমের নেতারাও স্তম্ভিত হয়ে যান। এরপরেই ঘটনাস্থলে যায় সিপিআইএমের প্রাক্তন সাংসদ শক্তিমোহন মালিক, সিপিআইএমের ১ নং এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুশান্ত মণ্ডল, বর্ষীয়ান সিপিআইএম নেতা মোজাম্মেল হোসেন, কৃষক আন্দোলনের নেতা সুশান্ত চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। উল্লেখ্য, শনিবার ডোঙল মোড় এলাকায় ৩ নং জোনাল কমিটির অফিসে প্রয়াত সিপিআইএম নেতা শ্যামাপদ চক্রবর্তীর স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। ডোঙল এলাকার পার্টি অফিসে দলীয় এই কর্মসূচিতে হাজির হয়ে ছিলেন সিপিএমের একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মীরা। স্মরণ সভায় আলাপ আলোচনায় তারা সমবেত হন। শনিবার স্মরণ সভায় সিপিএম নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন। এদিকে সোমবার সকালে স্থানীয় সিপিআইএম নেতৃত্ব দেখতে পান দলীয় পতাকা, ফেস্টুন, দেওয়াল মুছে দেওয়া সহ শহিদ বেদী ভাঙচুর করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন প্রাক্তন সাংসদ শক্তি মোহন মালিক। তিনি বলেন, দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব করেছে। আমরা ঘটনার নিন্দা জানাচ্ছি।

হাতির হামলায় তছনছ সাঁকরাইল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকে একের পর এক হাতির হামলার ঘটনায় এলাকা জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে ৫০-৬০ টি হাতির একটি দল গ্রামের পর গ্রামে তাণ্ডব চালাচ্ছে। একাধিক গ্রামের বহু বাড়ি-ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। দরজা জানালা ভেঙে তছনছ করেছে সরকারি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। বিশেষ করে রবিবার রাতে কেন্দুডাংরি ও দুধিয়ানালা গ্রামে লাগামহীন তাণ্ডব চালিয়েছে হাতির দল। কেন্দুডাংরিতে অন্তত দশটি মাটির বাড়ি ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে। একইভাবে রাতভর ঘরবাড়ি ভাঙচুর চালিয়েছে দুধিয়ানালায়। টিয়াকাটির আইসিডিএস কেন্দ্রের দুটি জানালা ভেঙে সমস্ত সামগ্রী তছনছ করেছে। এত বড় ক্ষয়ক্ষতির পর বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, বার বার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও বনদপ্তরের কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি। বারবার হাতির হানায়

ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মেলেনি ক্ষতিপূরণ। এজন্য চরম ক্ষোভে ফুঁসছেন সাঁকরাইলবাসী। সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মথুর মাহাতো বলেন, আমি এলাকায় গিয়ে খোঁজ নিয়েছি। ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য বনদপ্তরকে দেওয়া হয়েছে। বনদপ্তর যদি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করে তাহলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব।

মেদিনীপুরে নজরুল জয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং শালবনী ব্লকের গোদাপিয়াশাল এমজিএম হাইস্কুলের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের রবীন্দ্র মুক্ত মঞ্চে সোমবার সকালে নজরুল জয়ন্তী পালন করা হয়। নজরুল প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আমন্ত্রিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির শিল্পীদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। নজরুল ইসলামের জীবন আলেখ্য বর্ণনা করে বক্তব্য রাখেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক বরুণ মণ্ডল ও কবি নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিবেশন করেন আলোকবরণ মাইতি। নৃত্য পরিবেশন করে শেষাদ্রী ডান্স একাডেমী ও নটরাজ ড্যান্স একাডেমীর শিক্ষার্থীরা। নৃত্য সহযোগে আবৃত্তির কোলাজ উপস্থাপন করেন স্বর ও আবৃত্তি -র শিক্ষার্থীরা। উপস্থিত ছিলেন নৃত্যশিল্পী ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়, শেষাদ্রী মিশ্র,বাচিক শিল্পী শুভদীপ বসু, অধ্যাপক সুব্রত মাইতি। ছিলেন সুদীপ কুমার খাঁড়া, মণিকাঞ্চন রায়, শুভেন্দু রায়, অরূপ ব্যানার্জী, শাশ্বতী শিকদার-সহ অন্যান্যরা।

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45201WB1996PLC077451

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪০৯, স্বায়িকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.)৭০০০০১, ফোন: ০৩৩-২২৩৪৩৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com, ইমেল: info@dynamicarchistructures.com

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(ইপিএস ছাড়া টাকার অঙ্ক কোটিতে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত/চলতি বর্ষ সমাপ্ত	বর্ষ থেকে তারিখ অর্থাঙ্ক/পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত পূর্ববর্তী বর্ষের
		৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৪
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	০.৪৮	৫.৮৪	০.৭৯
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে #)	(১.৭১)	৪.৫৪	(০.১৬)
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	(১.৭১)	৪.৫৪	(০.১৬)
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	(২.৩০)	৩.১২	(০.২০)
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপূঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী)এবং অন্যান্য আনুপূঙ্খিক আয়(করের পরে)]	(২.৩০)	৩.১২	(০.২০)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)			
	১. মৌলিক :	(৪.৬০)	৬.২২	(০.৩৯)
	২. মিশ্রিত :	(৪.৬০)	৬.২২	(০.৩৯)

দ্রষ্টব্য : ক উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের নির্যাস যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com -এ পাওয়া যাবে। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এক্সেস করা যাবে।

খ #- ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা ইভ এএস রুলস অনুযায়ী লাভ এবং ক্ষতির বিবরণে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দানমাল পোরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর (DIN- 00581351)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৬.০৫.২০২৫

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজি.অফিস: ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
ফোন: (০৩৩) ২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল: periatea@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.periatea.com
CIN : L01132WB1913PLC220832

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
		৩১.০৩.২০২৫ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য নং ৫)	৩১.১২.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য নং ৫)	৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৯৯৭.১৮	১,২৪৪.৪২	১,১৬০.০৩	৫,০৫৭.১০	৫,৩৭০.৪৪
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(২৮৯.৫০)	(৩৭৮.৩৬)	৪৫৮.৫৮	৪৯.৫৩	৬৫০.৮০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(২৮৯.৫০)	(৩৭৮.৩৬)	৪৫৮.৫৮	৪৯.৫৩	৬৫০.৮০
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৩৩৬.৬৭)	(৩৬২.৮৫)	৩৬৮.৫৩	২৪.১১	৫৩৩.৫৯
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,০৬৭.৬৬	২৬৬.২৬	৭৮৮.১২	২,১০৬.২৬	৯৬৮.৬৩
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা প্রতিটি)	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯
৭	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্সশীটে প্রদর্শিত মতো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ)				২০,৮৮৭.৭২	১৮,৮১২.৪৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকার প্রতিটি)					
	- মৌলিক	(১০.৮৭)	(১১.৭২)	১১.৯০	০.৭৮	১৭.২৪
	- মিশ্রিত	(১০.৮৭)	(১১.৭২)	১১.৯০	০.৭৮	১৭.২৪

দ্রষ্টব্য :-

১. বিবরণটি অডিট কমিটি দ্বারা ২৬ মে, ২০২৫ তারিখে তাদের সভায় পর্যালোচিত এবং ২৬ মে, ২০২৫ তারিখে পরিচালন পর্ষদের সভায় গৃহীত হয়েছে। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ শেষ হওয়া বছরের জন্য একটি নিরীক্ষা চালিয়েছেন।
২. অন্যান্য আয়গুলোর মধ্যে তামিলনাড়ুর আরালভাইমোঝির উইন্ডমিলের জমি বিক্রীর লাভ অন্তর্ভুক্ত আছে, যা ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য ৫৫২.৯৬ লাখ টাকা ছিল, যার মধ্যে ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৫১১.৮৪ লাখ টাকা প্রযোজ্য।
৩. এই স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের স্বীকৃতি এবং পরিমাপের নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে যা কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিমালা, ২০১৫ এর সাথে সংশোধিত হয়েছে।
৪. সংস্থাটি চা, শক্তি এবং বিনিয়োগ হিসাবে তার ব্যবসায়কে তিনটি বিভাগে সংগঠিত করেছে যা ''সেগমেন্ট রিপোর্টিং'' নীতির ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এএস -১০৮-অপারেটিং সেগমেন্ট) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
৫. ৩১ মার্চ, ২০২৫ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি হল সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত বছরের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।
৬. সমাপ্ত বছরের হিসাবে কোম্পানিটির প্লাসিড লিমিটেডে ৯৩,৫৯০টি ইক্যুইটি শেয়ার রয়েছে, যা প্লাসিড লিমিটেডের পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ১৭.৪৩%। প্লাসিড লিমিটেড, একটি ট্রান্সফারার কোম্পানি হওয়ায়, বর্তমানে মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতার কাছে অনুমোদনের জন্য বিচারাধীন একটি স্কিমের অংশ, যার মধ্যে এই স্কিমের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় অনুমোদন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মাননীয় এনসিএলটি কর্তৃক প্রকল্পটির অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকায়, পর্যালোচনাধীন সময়ের আর্থিক বিবরণীতে কোম্পানি কর্তৃক প্রকল্পের কোনও প্রভাব এখনও পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়নি।
৭. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাস নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত / পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
৮. ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ শেষ হওয়া অর্থবছরের জন্য প্রতি শেয়ারে ১ টাকা লভ্যাংশ (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ১০ টাকা) প্রদানের সুপারিশ করেছে পরিচালনা পর্ষদ।
৯. উপরোক্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-এর রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.periatea.com** -তে পাওয়া যাবে। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এক্সেস করা যাবে।

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
(এল. এন. বাঙ্গুর)
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৬.০৫.২০২৫

Kothari Group

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194, ওয়েবসাইট : www.gillandersarbuthnot.com
টেলিফোন : ০৩৩-২২৩০-২৩৩১, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫
ই-মেল: secretarial@gillandersarbuthnot.com

পাবলিক নোটিস — ৯১তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যগণের ৯১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) সুবিধার মাধ্যমে, সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত শুক্রবার ২৭ জুন ২০২৫ তারিখে সকাল ১০ টায় (আইএসটি)অনুষ্ঠিত হবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন এর সংস্থান এবং রুলস অধীনে এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া **(সেবি)** (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং তৎসহ পঠিত **এমসিএ এবং সেবি (সার্কুলারসমূহ)** সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংস্থান অধীনে এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয় সমূহ সম্পাদনের জন্য।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এজিএম -এর নোটিশের বৈদ্যুতিন কপি এবং আর্থিক বর্ষ ২০২৪-২০২৫-এর বার্ষিক রিপোর্ট সেই সমস্ত সদস্যকে পাঠানো হবে যাঁদের ই-মেল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের) কাছে নথিভুক্ত আছে। উক্ত নোটিশ ও বার্ষিক রিপোর্ট পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gillandersarbuthnot.com** এবং কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে এমন স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইটে (**www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com**) এবং সিডিএসএলের ওয়েবসাইটে - **www.evotingindia. com**।

ই-মেল আইডি রেজিস্টার করার/আপডেট করার পদ্ধতি :

- যে সদস্যদের কাছে বাস্তবিক পদ্ধতিতে শেয়ার আছে, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (**''আরটিএ''**) -এর কাছে তাঁদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করতে যাতে নোটিশ ও আর্থিক বর্ষের বার্ষিক রিপোর্ট পাওয়া যেতে পারে এবং ই-ভোটিং-এর জন্য তাঁদের পরিচয়পত্রাদি লগ ইন করা যায়। প্যান, ইমেল আইডি ইত্যাদি আপডেট করার লিংক **http://www.mdpl.in**।
- ইলেকট্রনিক মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিনভাবে কোম্পানির কাছ থেকে খবরাখবর পাওয়ার জন্য তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে তাঁদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার/আপডেট করিয়ে নিতে।

ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি :

- কোম্পানি সিডিএসএল কর্তৃক এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাব সম্পর্কে তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। যে-সব সদস্য ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেবেন তাদের সংখ্যা গণনা করা হবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারা অধীনে কোরাম নিশ্চিত করার জন্য।
- ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটদানের জন্য লগ ইন পরিচয়পত্র সদস্যরা পাবেন ই-মেল -এর মাধ্যমে, আগে তাঁরা উপরে দেওয়া পদ্ধতিতে তাঁদের ই-মেল আইডি সফলভাবে রেজিস্টার করার পরে।

বই বন্ধ, লভ্যাংশের রেকর্ড তারিখ এবং তার অর্থ প্রদান

শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে পরিচালনা পর্ষদ শুক্রবার, ৯ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির ৭.৭৫ শতাংশ কিউমুলেটিভ রিডিমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার (সিআরপিএস) এর উপর লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে।

সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার, ২১ জুন, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ২৭ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অনুমোদিত হলে, লভ্যাংশ ঘোষণার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের কাছে প্রদান/ক্রেডিট/প্রেরণ করা হবে যাদের নাম রেকর্ড তারিখে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে রয়েছে অর্থাৎ শুক্রবার, ২০ জুন, ২০২৫ এবং ইলেকট্রনিক আকারে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড কর্তৃক রেকর্ড তারিখে সুবিধাভোগী মালিক হিসাবে তালিকাভুক্ত সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক আকারে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে।

যেসব সদস্য কোম্পানিতে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেছেন, তাদের লভ্যাংশ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রদান করা হবে। যেসব সদস্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেননি, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট/ডিমান্ড ড্রাফ্ট/চেক পাঠানো হবে। লভ্যাংশ গ্রহণে বিলম্ব এড়াতে, অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ডিপোজিটরি (যেখানে শেয়ার ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে রাখা হয়) এবং কোম্পানির আরটিএ (যেখানে শেয়ার ভৌত মোডে রাখা হয়) এর সাথে কেওয়াইসি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তারা সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লভ্যা